



337640 - মতৈরী ও শত্রুতার তাৎপর্য ও গুরুত্ব

প্রশ্ন

এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যারা বলেন যে, “মতৈরী ও শত্রুতা” এই কথাটি খারজেদিরে থেকে এসেছে। এটি আকদির ক্ষত্রের সামগ্রিক অর্থবহ নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মতৈরী ও শত্রুতা তাওহীদের অন্যতম একটি মূলনীতি:

মতৈরী ও শত্রুতা তাওহীদের অন্যতম একটি মূলনীতি; যার শব্দ ও মর্ম দলিল দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে মত্ৰ হসিবে গ্রহণ করো না / তারা একে অপরের মত্ৰ / তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে মতৈরী করবে সে তাদেরই দলভুক্ত / আল্লাহ্ কখনো জালমেদেরকে হদোয়তে করেন না / এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আপনি তাদেরকে ওদের মাঝে ছুটে যতে দেখবেন / তারা বলে, আমাদের ভয় হয়, না জানি আমাদের ওপর কোন বপিদ এসে পড়ে’ / তবে শীঘ্রই আল্লাহ্ বজিয় অথবা তাঁর পক্ষ থেকে কোন নরিদশে দবেনে; তখন তারা তাদের মনে যা লুকিয়ে রাখত সজেন্য অনুতপ্ত হবে / আর ঈমানদাররা বলবে, ‘এরাই কি তারা যারা আল্লাহ্ নামে জোরালো শপথ করে বলছেলি যে, তারা তোমাদের সাথেই আছে?’ তাদের কর্মসমূহ নষিফল হয়ে গিয়েছে; যার ফলে তারা ক্ষতগ্রিস্ত হয়েছো / হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করবে তাদের স্থলে আল্লাহ্ এমন একদল লোক নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে; তারা মুমনিদের প্রতি নিরম আর কাফরদের প্রতি কঠোর হবে এবং তারা আল্লাহ্ পথে জহিাদ করবে এবং কোন ননিদুকরে ননিদায় ভীত হবে না / এটা আল্লাহ্ অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন / আল্লাহ্ বড় দানশীল, মহাজ্ঞনী / বস্তুত তোমাদের মত্ৰ হল আল্লাহ্, তাঁর রাসূল আর ঈমানদারগণ; যারা বনিয়াবনত হয়ে নামায সুসম্পন্ন করে ও যাকাত দিয়ে / আর যারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদেরকে মত্ৰ হসিবে গ্রহণ করে (তরাই আল্লাহ্ দল), আল্লাহ্ দলই বজিয়ী / [সূরা মায়াদি, ৫: ৫১-৫৬]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: “(স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম তার পতি ও নজি সম্প্রদায়কে বলছেলি, ‘তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নই / তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করছেন তিনি এর ব্যতকিরম / (অর্থাৎ তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক) / নশিচয়ই তিনি আমাকে সুপথে পরিচালিত করবেন / [সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩: ২৬-২৭]



আল্লাহুতাআলা আরও বলেন: “তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলছিলেন, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরবিরত্বে যার ইবাদত কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদেরকে পরত্যাখ্যান করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চরিকালরে জন্য শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি হল; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।” [সূরা আল-মমতাহনিহ, ৬০:৪]

এগুলো ছাড়াও ঈমানদারদের সাথে মতিরতা রাখা ওয়াজবি হওয়া এবং কাফরদের সাথে মতৈরী করা হারাম হওয়া এবং তাদের সাথে ও তারা যা কছির উপাসনা করে সেগুলো থেকে সম্পর্কচ্ছেদে করার পক্ষে আরও আয়াত রয়েছে।

ইমাম আহমাদ (২২১৩২) মুয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোত্তম ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করলে তিনি বলেন: “সর্বোত্তম ঈমান হচ্ছে— আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর কারণে অপছন্দ করা এবং তোমার জহিবাকে আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত রাখা।” [শুয়াইব আল-আরনাউত বলেন: হাদিসটি সহিহ লি-গাইরহি]

তাবারানী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “ঈমানের সর্বাধিক মজবুত রজ্জু হচ্ছে— আল্লাহর জন্য মতৈরী এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা; আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা।” [আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (২৫৩৯) হাদিসটিকে ‘সহিহ’ বলছেন]

মতৈরী ও শত্রুতার তাৎপর্য:

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল: “ফযলিতুশ শাইখ! দয়া করে মতৈরী ও শত্রুতার বিষয়টা পরিস্কার করবনে কী? কাদরে সাথে মতৈরী করতে হবে? কাফরদের সাথে মতৈরী করা কি জায়যে আছে?”

তিনি জবাবে বলেন:

মতৈরী ও শত্রুতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুমনিদেরকে ভালোবাসা, তাদের সাথে মতিরতা রাখা এবং কাফরদেরকে ঘৃণা করা, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং তাদের থেকে ও তাদের ধর্ম থেকে নিজের সম্পর্কচ্ছেদে করা। এটাই হচ্ছে মতৈরী ও শত্রুতা। যমেনটি আল্লাহুতাআলা সূরা আল-মুমতাহনিহতে বলছেন: “তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলছিলেন, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরবিরত্বে যার পূজা কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদেরকে পরত্যাখ্যান করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চরিকালরে জন্য শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি হল; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।” [সূরা আল-মমতাহনিহ, ৬০: ৪]

কাফরদেরকে ঘৃণা করা ও তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার অর্থ এ নয় যে, আপনি তাদের উপর যুলুম করবনে কিংবা তাদের



উপর সীমালঙ্ঘন করবনে; যদি না তারা হারবী (যুদ্ধরত শ্রণীর) না হয়। বরং এর মর্ম হচ্ছো আপনি মনে মনে তাদেরকে ঘৃণা করবনে, মনে মনে তাদের প্রতি বিদ্বিষে পোষণ করবনে এবং তারা আপনার বন্ধু হবে না। কিন্তু আপনি তাদেরকে কষ্ট দিবনে না, তাদের ক্ষতি করবনে না, তাদের উপর যুলুম করবনে না। যদি তারা সালাম দিয়ে সালামের উত্তর দিবনে। তাদেরকে উপদেশে দিবনে। ভাল কাজের দিক নির্দেশনা দিবনে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “কতিবধারীদের সাথে কেবল উত্তম পন্থায় বতিরক করবে; তবে তাদের মধ্যে যারা জালমে তাদের সাথে নয়।” [সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৪৬]

কতিবধারী হচ্ছো— ইহুদী ও খ্রিস্টানরা। অনুরূপ বধিান প্রযোজ্য অন্যান্য কাফরদেরে ক্ষত্রেও— যাদেরকে নিরাপত্তা দয়া হয়েছে কিংবা অঙ্গীকার দয়া হয়েছে কিংবা জমিমা দয়া হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে যারা জুলুম করছে তাদেরকে তাদের জুলুম অনুপাতে শাস্তি দয়া যাবে। অন্যথায় মুমনিদেরে জন্য শরয়ি বধিান হলো পূর্বকোক্ত আয়াতে কারীমার ভিত্তিতে মুসলমি ও কাফরদেরে সাথে উত্তম পন্থায় বতিরক করা...। [মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (৫/২৪৬) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে: মতৈরী ও শত্রুতা কী?

জবাব: আল্লাহর জন্য শত্রুতা ও মতৈরী হচ্ছো আল্লাহ তাআলা যা কিছু থেকে সম্পর্কচ্ছেদেরে ঘোষণা করছেন সেগুলো থেকে ব্যক্তি নিজের সম্পর্কচ্ছেদে করা; যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “তোমাদেরে জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলছিল, ‘তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরবির্তে যার ইবাদত কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চরিকালরে জন্য শত্রুতা ও বিদ্বিষে সৃষ্টি হল।’” [সূরা আল-মতাহিনাহ, ৬০:৪] এই বধিান মুশরকদেরে ক্ষত্রে প্রযোজ্য যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর মহান হজ্জেরে দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরে পক্ষ থেকে মানুষেরে প্রতি একটি ঘোষণা এই যে, আল্লাহ মুশরকদেরে ব্যাপারে সবরকমরে দায় থেকে মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও।” [সূরা তাওবা, ৯: ৩] তাই প্রত্যকে মুমনিরে উপর ওয়াজবি হল প্রত্যকে মুশরকি ও কাফরে থেকে নিজেকে অবমুক্ত রাখা। এ বধিান ব্যক্তিদেরে ক্ষত্রে।

অনুরূপভাবে মুসলমিরে উপর ওয়াজবি হল এমন প্রত্যকে কর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করা যে কর্মরে প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট নন; এমনকি যদি সটো কুফর না হয়ে পাপাচার ও অবাধ্যতা হয় তবুও। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “কিন্তু আল্লাহ ঈমানকে তোমাদেরে নিকট পছন্দনীয় করছেন, তোমাদেরে অন্তরে শোভনীয় করছেন এবং কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদেরে নিকট অপছন্দনীয় করছেন। এরাই হদোয়তে প্রাপ্ত।” [সূরা হুজুরাত, ৪৯: ৭] [ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম (পৃষ্ঠা-১৮৩) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ সালাহে আল-ফাওয়ান (হাফঃ) ‘নাওয়াকযিল ঈমান’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৫৮) বলেন: শাইখ (রহঃ) কাফরেরে সাথে মতিরতার একটি প্রকার উল্লেখ করছেন। সটে হচ্ছো— যুদ্ধে সহযোগিতা। যদিও মতৈরী অন্তরে ভালোবাসা, মুসলমানদেরে বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা, তাদের স্তুতি ও প্রশংসা করা ইত্যাদিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা আল্লাহ তাআলা কাফরদেরে সাথে



শত্রুতা পোষণ করা, ঘৃণা করা ও তাদের সাথে সম্পর্কছিন্ন করা মুসলমানদের উপর ওয়াজবি করছেন। ইসলামে এ অধ্যায়কে বলা হয়: মতৈরী ও শত্রুতা।[সমাপ্ত]

মতৈরীতা ও শত্রুতা পরভিষাটির সাথে খারজেদিরে সম্পর্ক:

‘মতৈরী ও শত্রুতা’ এ কথার সাথে খারজেদিরে বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে মর্মে আমাদের জানা নাই। তবে বর্তমান যামানায় তাকফরি (কাফরে বলা)-এর ক্ষেত্রে যারা বাড়াবাড়ি করছে হতে পারে তাদের সাথে এ বিষয়টির সম্পৃক্ততা রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এ মাসয়ালাটি ও এর অধিকৃত বিষয় বুঝার ক্ষেত্রে তাদের ত্রুটি; নছিক শরিনোমটি নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।